MACHINERY SAFETY INSPECTION GUIDELINE

মেশিনারি সেইফটি পরিদর্শন গাইডলাইন

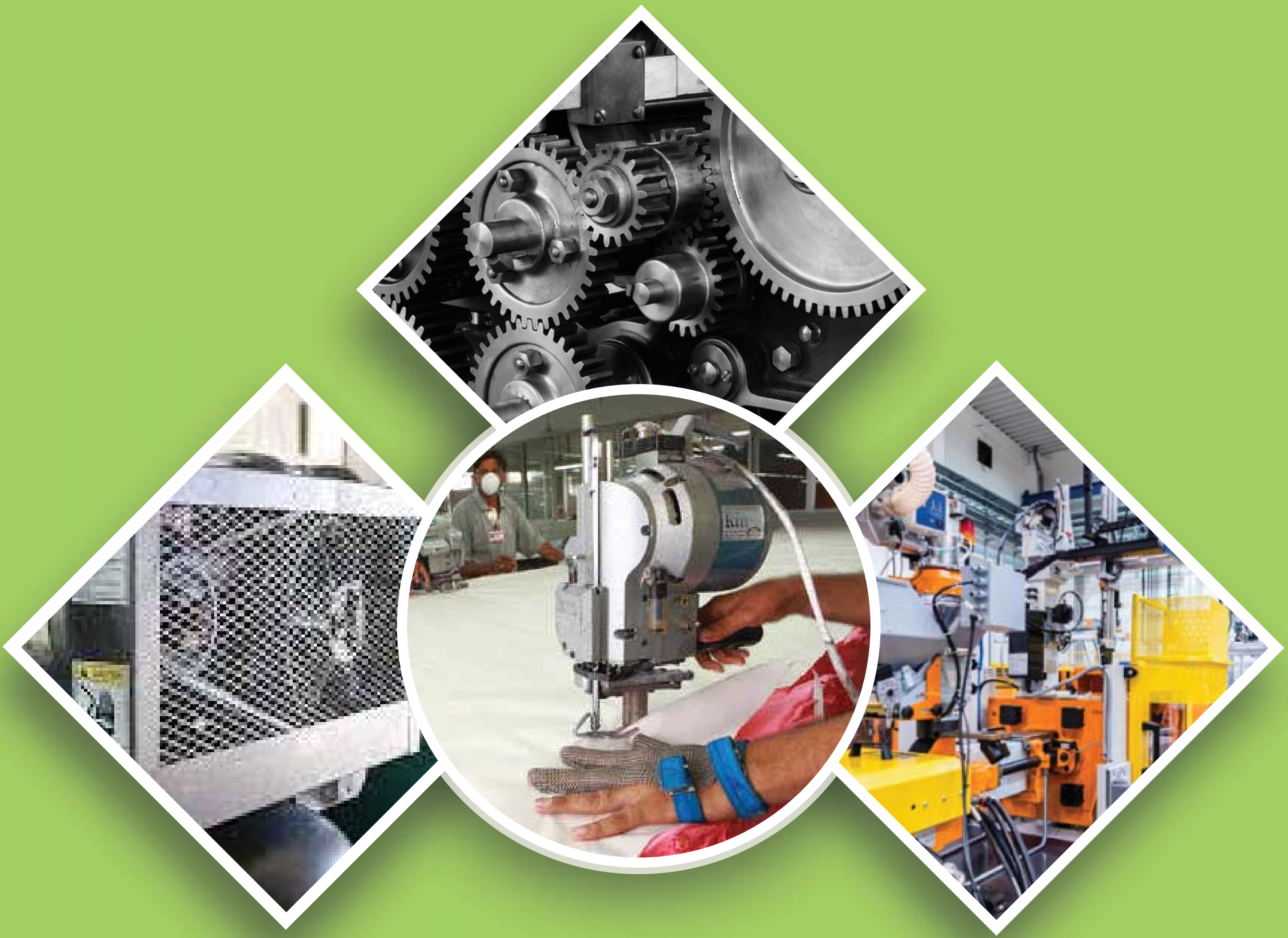

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

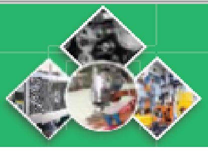

সূচীপত্র

বেল্ট ড্রাইভ পরিদর্শন গাইডলাইন..৪

সংজ্ঞা- বেল্ট ড্রাইভ ৪

বেল্ট ড্রাইভ যন্ত্রটির..৪

বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল..৪

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ৪

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ৫

আইন ও বিধি..৬

নির্দেশনা..৬

বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্র পরিদর্শন গাইডলাইন..৭

সংজ্ঞা-বেল্ট কনভেয়ার ৭

বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্রটির..৭

বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল..৭

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ৮

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ৮

আইন ও বিধি..৯

নির্দেশনা..৯

কগ হুইল উইথ চেইন পরিদর্শন গাইডলাইন ১০

সংজ্ঞা- কগ হুইল উইথ চেইন..১০

কগ হুইল উইথ চেইন যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল..............................১০
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ১০
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ১১
আইন ও বিধি..১১
নির্দেশনা... ১২
গিয়ার-হুইল ড্রাইভ পরিদর্শন গাইডলাইন ১৩
সংজ্ঞা- গিয়ার- হুইল ড্রাইভ ১৩
গিয়ার-হুইল ড্রাইভ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল...............................১৩
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ১৪
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ১৪
আইন ও বিধি..১৪
নির্দেশনা... ১৫
প্লেট রোল যন্ত্র পরিদর্শন গাইডলাইন..১৬
সংজ্ঞা- প্লেট রোল ১৬
প্লেট রোল যন্ত্রটির...১৬
বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল...১৬
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ১৬
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ১৭
আইন ও বিধি... ১৭
নির্দেশনা... ১৮
ঘূর্ণায়মান হুইল/চাকা ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট পরিদর্শন গাইডলাইন ১৯
সংজ্ঞা- ঘূর্ণায়মান হুইল/চাকা ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট.. ১৯

ঘূর্ণায়মান হুইল/চাকা ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল..... ১৯
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ২০
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ২০
আইন ও বিধি ২০
নির্দেশনা ২১
সুইং মেশিনের সূচ/নিডল অংশটির পরিদর্শন গাইডলাইন ২২
সংজ্ঞা- সুইং মেশিনের সূচ/নিডল ২২
সুইং মেশিনের নিডল এর বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল ২২
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ২২
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ২৩
আইন ও বিধি ২৪
নির্দেশনা ২৪
কাটিং মেশিন পরিদর্শন গাইডলাইন ২৫
সংজ্ঞা- কাটিং মেশিন ২৫
কাটিং মেশিনের বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল ২৫
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ২৫
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি ২৬
আইন ও বিধি ২৭
নির্দেশনা ২৭

বেল্ট ড্রাইভ পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা- বেল্ট ড্রাইভ

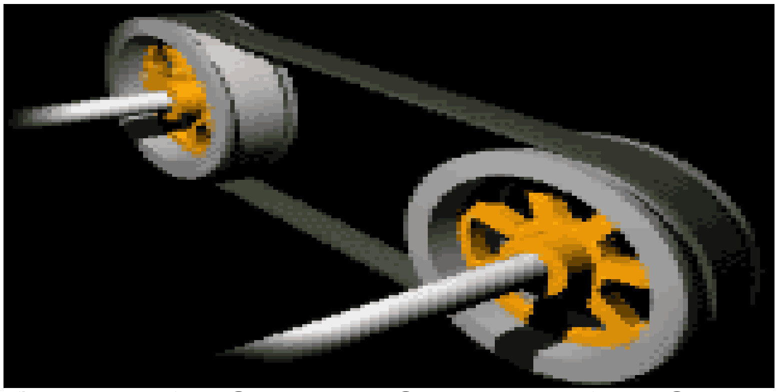

ইহা একটি সঞ্চালন (ট্রান্সমিশন) পদ্ধতি যাহাতে বেল্ট বা ফিতের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চালন করা হয় ।

বেল্ট ড্রাইভ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

শ্রমিকের দেহের কোন অংশ/অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা যদি উন্মুক্ত বেল্ট ড্রাইভ এর সংস্পর্শে আসে তবে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকের হাতের কোন অংশ, বাহু, আঙ্গুল কেটে যেতে পারে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কর্মরত শ্রমিকের পরিহিত পোশাক যদি ঢিলেঢালা হয় তবে শ্রমিক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।

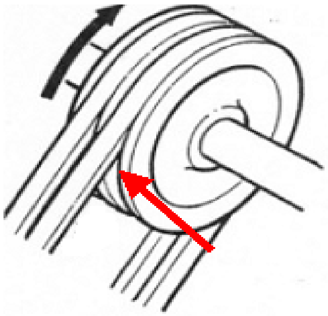

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বেল্ট ড্রাইভ যন্ত্রটির চারপাশে সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নম্বর, যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং ক্যামেরার মাধ্যমে যন্ত্রটির একটি একটি ছবি তুলে নিবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

বেল্ট ড্রাইভ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশের চারপাশে পর্যাপ্তভাবে ঘিরে রেখে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে উন্মুক্ত বেল্ট ড্রাইভ যন্ত্রটির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে যন্ত্রটির চারপাশে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে বেল্ট ড্রাইভ যন্ত্রটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে। নিম্নে প্রদর্শিত ছবি অনুযায়ী একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

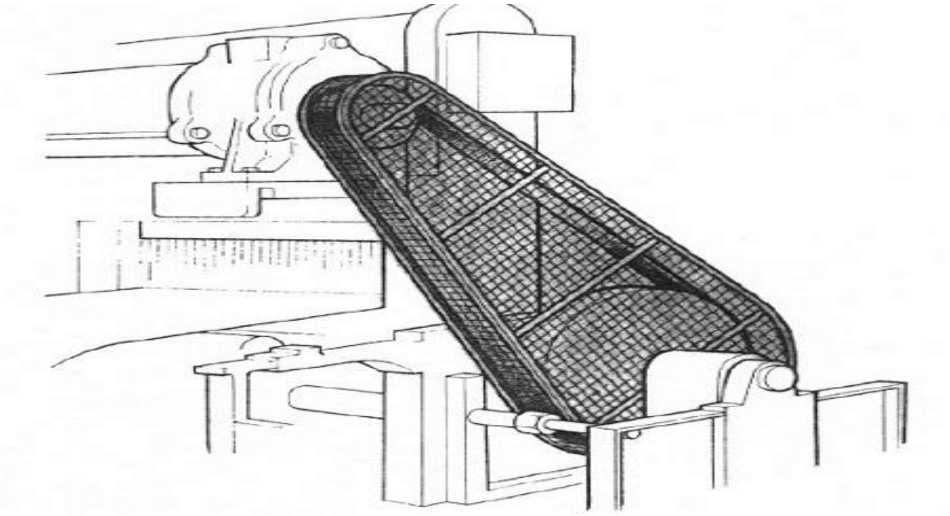

সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (১) (ঘ) (২), (৩)

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহার নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গতিসম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হবে, যথা-

(ঘ) যদি না নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলো এমন অবস্থায় থাকে বা এমন ভাবে নির্মিত হয় যে, এইগুলি মজবুতভাবে ঘেরা থাকলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য যেরূপ নিরাপদ হইত সেরূপ নিরাপদ আছে-

(২) ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি অংশ

(৩) যে কোন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ।

নির্দেশনা

কারখানা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

কর্মরত শ্রমিককে আটোসাঁটো পোশাক পরিধান করতে হবে।

বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্র পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা-বেল্ট কনভেয়ার

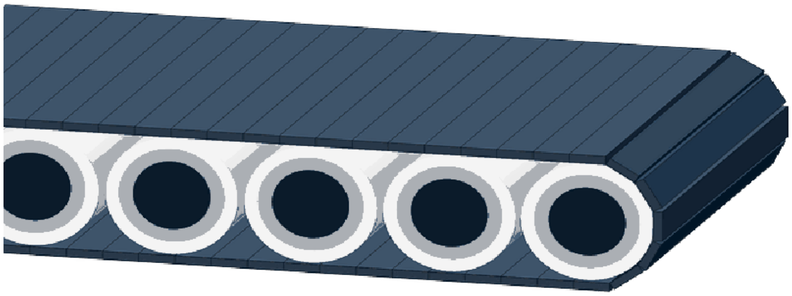

একটি ক্রমাগত চলন্ত প্রক্রিয়ায় বেল্টের মাধ্যমে একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে উপকরণ বা প্যাকেজ স্থানান্তর করা হয় ।

বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

শ্রমিকের দেহের কোন অংশ/অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি বেল্ট কনভেয়ার এর বিপজ্জনক অংশের সংস্পর্শে আসে তবে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকের হাতের কোন অংশ, বাহু, আঙ্গুল কেটে যেতে পারে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কর্মরত শ্রমিকের পরিহিত পোশাক যদি ঢিলেঢালা হয় তবে শ্রমিক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।

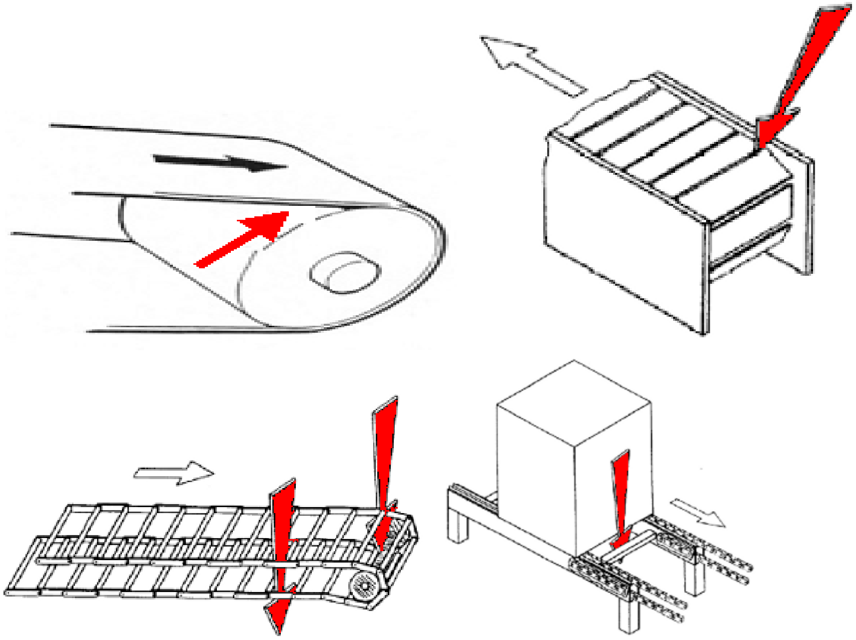

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

যদি পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্রটির চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নম্বর, যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং যন্ত্রটির একটি ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে নিবে।

বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশের চারপাশ পর্যাপ্তভাবে ঘিরে রেখে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে উন্মুক্ত বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্রটির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে যন্ত্রটির চারপাশ ঘিরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিবেন।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে বেল্ট কনভেয়ার যন্ত্রটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে। নিম্নে প্রর্দশিত ছবি অনুযায়ী একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (১) (ঘ) (৩)

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহার নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গতিসম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হবে, যথা-
(ঘ) যদি না নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলো এমন অবস্থায় থাকে বা এমন ভাবে নির্মিত হয় যে, এইগুলি মজবুতভাবে ঘেরা থাকলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য যেরূপ নিরাপদ হইত সেরূপ নিরাপদ আছে-
(৩) যে কোন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ।
বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৫(২)
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক চলমান যন্ত্রপাতি হতে জরুরী অবস্থায় শক্তি বিচ্ছিন্ন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নির্দেশনা

কারখানা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।
প্রতিটি যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করার জন্য জরুরী/ ইমারজেন্সি সুইস রাখতে হবে।

কর্মরত শ্রমিককে আটোসাঁটো পোশাক পরিধান করতে হবে।

কগ হুইল উইথ চেইন পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা- কগ হুইল উইথ চেইন

ইহা একটি সঞ্চালন (ট্রান্সমিশন) পদ্ধতি যাহাতে কগ (দাঁত) হুইল ও চেইন এর মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চালন করা হয় ।

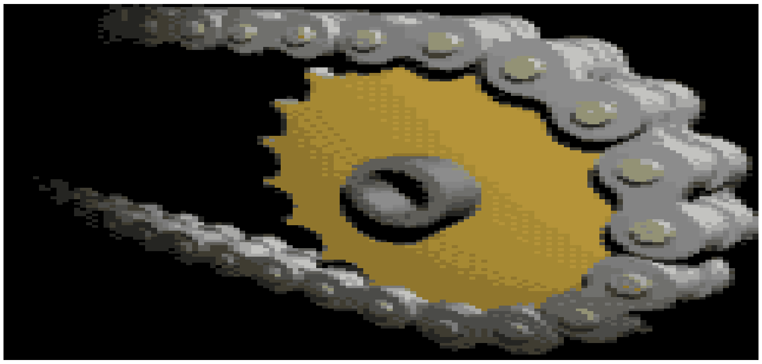

কগ হুইল উইথ চেইন যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

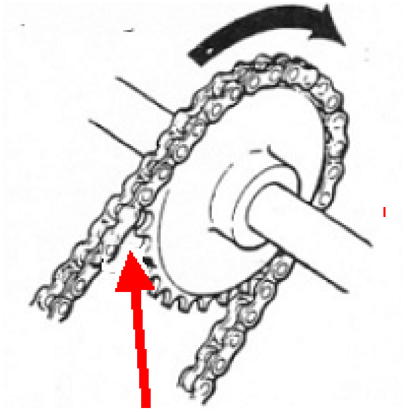

শ্রমিকের দেহের কোন অংশ/অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি কগ হুইল উইথ চেইন এর কোন বিপজ্জনক অংশের সংস্পর্শে আসে তবে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকের হাতের কোন অংশ, আঙ্গুল, পা কেটে যেতে পারে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কর্মরত শ্রমিকের পরিহিত পোশাক যদি ঢিলেঢালা হয় তবে শ্রমিক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কগ হুইল উইথ চেইন যন্ত্রটির চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নং, যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং যন্ত্রটির একটি ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে নিবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

কগ হুইল উইথ চেইন যন্ত্রটির চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রেখে/ সেন্সর ব্যবহার করে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে উন্মুক্ত কগ হুইল উইথ চেইন যন্ত্রটির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে এটির চারপাশ ঘিরে রাখা/ সেন্সর ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ প্রদান করবে ।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে কগ হুইল উইথ চেইন যন্ত্রটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে। নিম্নে প্রর্দশিত ছবি অনুযায়ী একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে ।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (২)

যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা সম্পর্কে এই আইনের অন্য কোন বিধানের হানি না করিয়া, ঘূর্ণায়মান প্রত্যেক শ্যাফট, স্পিন্ডল হুইল অথবা পিনিয়নের প্রত্যেক সেট স্ক্রু, বেল্ট অথবা চাবি এবং চালু সকল স্পার, ওয়ার্ম এবং অন্যান্য দাঁত ওয়ালা বা ফ্রিকশন গিয়ারিং, যাহার সংস্পর্শে কোন শ্রমিক আসতে বাধ্য, উক্তরূপ সংস্পর্শে আসা ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য উল্লিখিত কলকব্জা মজবুতভাবে ঘিরে রাখতে হবে।

নির্দেশনা

কারখানা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।
কর্মরত শ্রমিককে আটোসাঁটো পোশাক পরিধান করতে হবে।

গিয়ার-হুইল ড্রাইভ পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা- গিয়ার- হুইল ড্রাইভ

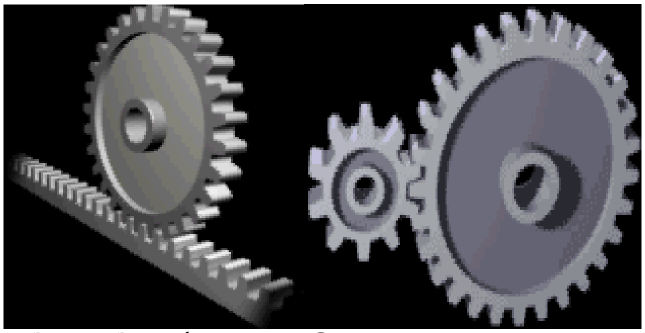

এটি একটি ঘূর্ণায়মান মেশিন অংশ যার কগ বা দাঁত অন্য একটি গিয়ার এর কগ বা দাঁত এর সাথে সমন্বিত হয়ে গতি, টর্ক এবং শক্তির উৎসের দিক পরিবর্তন করে যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চালন করে থাকে ।

গিয়ার-হুইল ড্রাইভ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

শ্রমিকের দেহের কোন অংশ/অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি গিয়ার-হুইল এর বিপজ্জনক অংশের সংস্পর্শে আসে তবে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকের হাতের কোন অংশ, আঙ্গুল, পা কেটে যেতে পারে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কর্মরত শ্রমিকের পরিহিত পোশাক যদি ঢিলেঢালা হয় তবে শ্রমিক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।

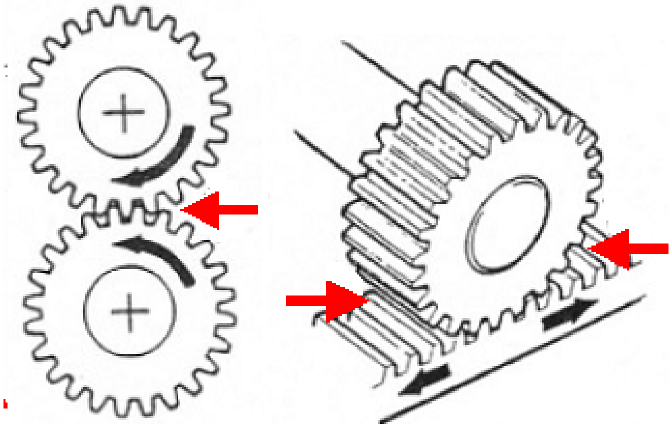

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, গিয়ার-হুইল যন্ত্রটির চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নম্বর, যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং যন্ত্রটির একটি ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে নিবে। গিয়ার-হুইল যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশের চারপাশে পর্যাপ্তভাবে ঘিরে রেখে, যন্ত্রটিতে সেন্সর ব্যবহার করে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে গিয়ার-হুইল ড্রাইভ যন্ত্রটির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে যন্ত্রটির চারপাশে ঘিরে রাখা/ সেন্সর ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবে যাতে শ্রমিকদের হাত,আঙ্গুল যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশের সংস্পর্শে না আসতে পারে ।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে গিয়ার-হুইল ড্রাইভ যন্ত্রটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে।

সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে ।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (২)

যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা সম্পর্কে এই আইনের অন্য কোন বিধানের হানি না করিয়া, ঘূর্ণায়মান প্রত্যেক শ্যাফট, স্পিন্ডল হুইল অথবা পিনিয়নের প্রত্যেক সেট স্ক্রু, বেল্ট অথবা চাবি এবং চালু সকল স্পার, ওয়ার্ম এবং অন্যান্য দাঁত ওয়ালা বা ফ্রিকশন গিয়ারিং, যাহার সংস্পর্শে কোন শ্রমিক আসতে বাধ্য, উক্তরূপ সংস্পর্শে আসা ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য উল্লিখিত কলকব্জা মজবুতভাবে ঘিরে রাখতে হবে।

নির্দেশনা

কারখানাটির কর্তৃপক্ষ, এর পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।
কর্মরত শ্রমিককে আটোসাঁটো পোশাক পরিধান করতে হবে।

প্লেট রোল যন্ত্র পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা- প্লেট রোল

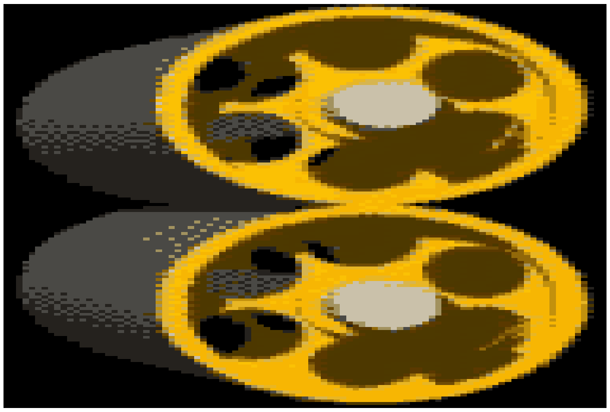

এটির মাধ্যমে বিভিন্ন ধাতুর পাত/অন্যান্য উপকরণ বৃত্তাকার বা মোচাকার(কনিকাল) আকৃতিতে রোল করা হয় । বিভিন্ন ধাতুর পাতকে বাঁকা করতেও এটির ব্যবহার হয়ে থাকে ।

প্লেট রোল যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

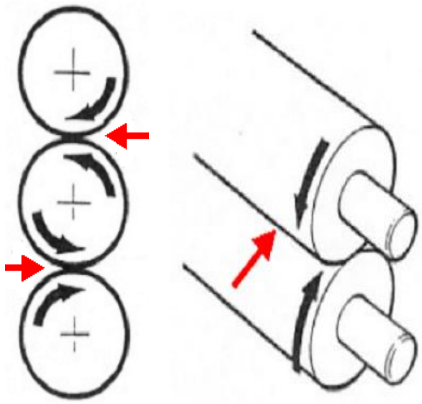

শ্রমিকের দেহের কোন অংশ/অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি প্লেট রোল এর বিপজ্জনক অংশের সংস্পর্শে আসে তবে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকের হাত/দেহের কোন অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কর্মরত শ্রমিকের পরিহিত পোশাক যদি ঢিলেঢালা হয় তবে শ্রমিক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত প্লেট রোল যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্লেট রোল যন্ত্রটির চারপাশে সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নম্বর, যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং যন্ত্রটির একটি ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে নিবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

প্লেট রোল যন্ত্রটির বিপদজনক অংশের চারপাশে পর্যাপ্তভাবে ঘিরে রেখে, যন্ত্রটিতে জরুরী বন্ধ/ ইমারজেন্সি ব্যবস্থা (জরুরী বন্ধ সুইস, সেন্সর,ফুট প্যাডেল) ব্যবহার করে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে প্লেট রোল যন্ত্রটির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে যন্ত্রটির চারপাশে ঘিরে রেখে,জরুরী বন্ধ ব্যবস্থা (জরুরী বন্ধ সুইস, সেন্সর,ফুট প্যাডেল) গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে প্লেট রোল যন্ত্রটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে। নিম্নে প্রর্দশিত ছবি অনুযায়ী একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (১) (ঘ) (৩)

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহার নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গতিসম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পযাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হবে, যথা-

(ঘ) যদি না নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলো এমন অবস্থায় থাকে বা এমন ভাবে নির্মিত হয় যে, এইগুলি মজবুতভাবে ঘেরা থাকলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য যেরূপ নিরাপদ হইত সেরূপ নিরাপদ আছে-

(৩) যে কোন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৫(২)

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক চলমান যন্ত্রপাতি হতে জরুরী অবস্থায় শক্তি বিচ্ছিন্ন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নির্দেশনা

কারখানা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

প্রত্যেক মেশিনে জরুরী বন্ধ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কর্মরত শ্রমিককে আটোসাঁটো পোশাক পরিধান করতে হবে।

ঘূর্ণায়মান হুইল/চাকা ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা- ঘূর্ণায়মান হুইল/চাকা ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট

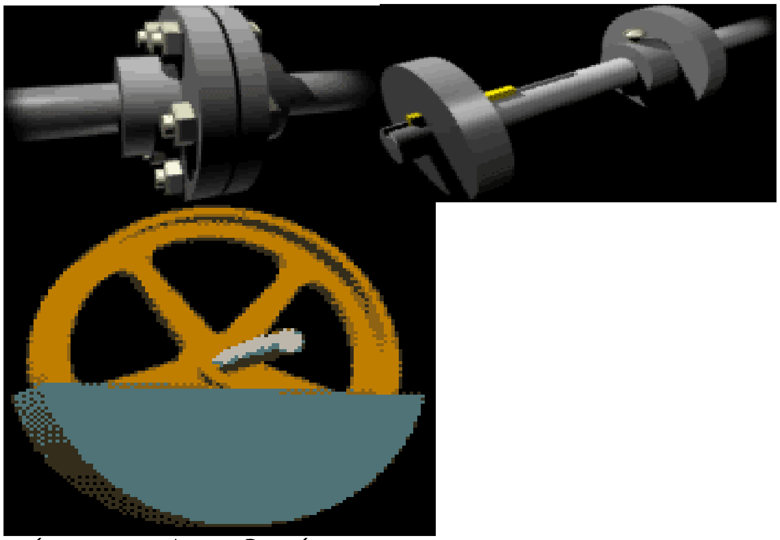

ঘূর্ণায়মান শ্যাফট একটি ঘূর্ণন দন্ড (রড) যা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যান্ত্রিক শক্তি বা গতি প্রেরণ করে ।

ঘূর্ণায়মান হুইল/চাকা ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

শ্রমিকের দেহের কোন অংশ/অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি অসাবধানতাবশত ঘূর্ণায়মান হুইল ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট এর সংস্পর্শে আসে তবে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

শ্রমিকের পরিহিত পোশাক ঘূর্ণায়মান হুইল/চাকা ও শ্যাফট এর সংস্পর্শে আসলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কর্মরত শ্রমিকের পরিহিত পোশাক যদি ঢিলেঢালা হয় তবে শ্রমিক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।

ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের যে কোন অংশের দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
যন্ত্রের বন্ধনী, চাকার অংশ বিশেষ, ফ্লাই হুইল, স্পিন্ডল এর যে কোন আনুভূমিক, উলম্ব অংশের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

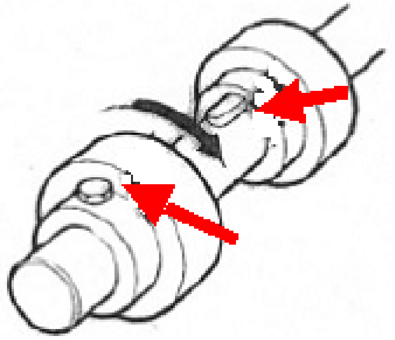

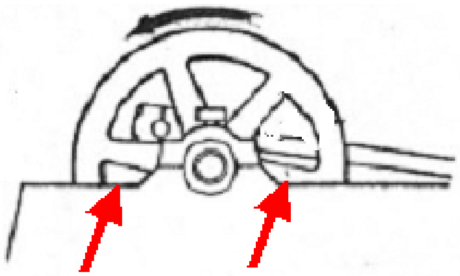

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণিকভাবে যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ঘূর্ণায়মান হুইল ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট যন্ত্রটির চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নম্বর , যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং ক্যামেরার মাধ্যমে যন্ত্রটির একটি ছবি তুলে নিবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

ঘূর্ণায়মান হুইল ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশের চারপাশে পর্যাপ্তভাবে ঘিরে রেখে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।
তৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার জন্য যন্ত্রটিতে জরুরী/ইমারজেন্সি সুইস থাকবে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,শ্রমিক প্রতিনিধি, সেফটি কমিটি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে উন্মুক্ত ঘূর্ণায়মান হুইল ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট যন্ত্রটির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে যন্ত্রটির চারপাশে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবে যাতে শ্রমিকদের হাত,আঙ্গুল যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশে যেতে না পারে ।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে ঘূর্ণায়মান হুইল ও ঘূর্ণায়মান শ্যাফট যন্ত্রটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে।
সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে ।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (২)
যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা সম্পর্কে এই আইনের অন্য কোন বিধানের হানি না করিয়া, ঘূর্ণায়মান প্রত্যেক শ্যাফট, স্পিন্ডল হুইল অথবা পিনিয়নের প্রত্যেক সেট স্ক্রু, বেল্ট অথবা চাবি এবং চালু সকল স্পার, ওয়ার্ম এবং অন্যান্য দাঁত ওয়ালা বা ফ্রিকশন গিয়ারিং, যাহার সংস্পর্শে কোন শ্রমিক আসতে বাধ্য, উক্তরূপ সংস্পর্শে আসা ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য উল্লিখিত কলকজা মজবুতভাবে ঘিরে রাখতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৫(২)
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক চলমান যন্ত্রপাতি হতে জরুরী অবস্থায় শক্তি বিচ্ছিন্ন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নির্দেশনা

কারখানা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি এবং শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

প্রতিটি যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করার জন্য জরুরী/ইমারজেন্সি সুইস রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিককে আটোসাঁটো পোশাক পরিধান করতে হবে।

সুইং মেশিনের সূচ/নিডল অংশটির পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা- সুইং মেশিনের সূচ/নিডল

ইহার দ্বারা সুইং মেশিনে বিভিন্ন ধরনের সেলাই এর কাজ করা হয় ।

সুইং মেশিনের নিডল এর বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

সুইং মেশিনের সূচ/নিডল অংশটির চারপাশ যদি সঠিকভাবে ঘিরে রাখা না হয় তবে এটি শ্রমিকের জন্য খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। কর্মরত শ্রমিকের দেহের কোন আঙ্গুল/হাত/ হাতের অংশ যদি সূচ/নিডল অংশটির সংস্পর্শে আসে তবে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

উদাহরণসরূপ শ্রমিকের আঙ্গুল/ হাতের অংশ কেটে যেতে পারে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সুইং মেশিনের সূচ/নিডল অংশটির চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নং, যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং ক্যামেরার মাধ্যমে যন্ত্রটির একটি ছবি তুলে নিবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

সুইং মেশিনের সূচ/নিডল অংশটির চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রেখে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে সুইং মেশিনের সূচ/নিডল অংশটির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে এটির চারপাশ ঘিরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে সুইং মেশিনের সূচ/নিডল অংশটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে। নিম্নে প্রর্দশিত ছবি অনুযায়ী একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

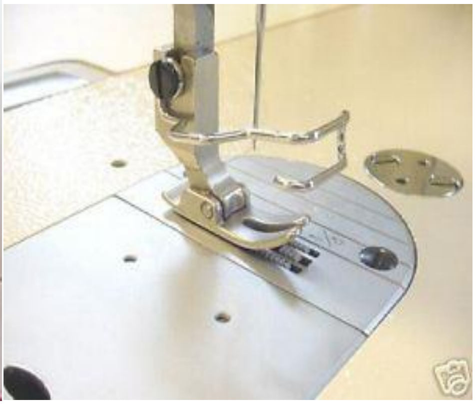

সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে ।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (১) (ঘ) (৩)

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহার নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গতিসম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হবে, যথা-
(ঘ) যদি না নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলো এমন অবস্থায় থাকে বা এমন ভাবে নির্মিত হয় যে, এইগুলি মজবুতভাবে ঘেরা থাকলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য যেরূপ নিরাপদ হইত সেরূপ নিরাপদ আছে-
(৩) যে কোন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ।

নির্দেশনা

কারখানা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি এবং শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

কাটিং মেশিন পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা- কাটিং মেশিন

এটি একটি সেমি-অটোমেটিক ফেব্রিক(কাপড়) কাটিং মেশিন। আরএমজি কারখানায় এর ব্যবহার বেশি দেখা যায়, কেননা এটি মোটা কাপড়ের স্তর খুব সহজেই দ্রুত কাটতে পারে ।

কাটিং মেশিনের বিপজ্জনক অংশ ও ফলাফল

শ্রমিকের আঙ্গুল/হাত যদি মেশিনটির ধারালো অংশের (কাটার) সংস্পর্শে আসে তবে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকের আঙ্গুল/ হাতের অংশ কেটে যেতে পারে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কারখানার শ্রমিক (বিশেষত যন্ত্র ব্যবহারকারী) ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটির বিপজ্জনক অংশ (কাটার) সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কি ধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা তাদেরকে জানাতে হবে।

যদি পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কাটিং মেশিনের ধারালো অংশের (কাটার) চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রাখা হয় নাই তবে পরিদর্শক মেশিন নম্বর, যন্ত্রটির অবস্থান লিপিবদ্ধ করবে এবং যন্ত্রটির একটি ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে নিবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি

কাটিং মেশিনের ধারালো অংশের (কাটার) চারপাশ সঠিকভাবে ঘিরে রেখে এর ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে মেশিনের উন্মুক্ত ও ধারালো অংশের (কাটার) সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করবে এবং তাদেরকে এটির চারপাশ ঘিরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং হাতে প্রয়োজনীয় পিপিই ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

পরিদর্শন সম্পন্ন হবার পর পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে কাটিং মেশিনের কর্তনকারী অংশটিতে (কাটার) বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী যে সকল ধারা ও বিধি লংঘন পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করবে । পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিশে লংঘিত ধারা/বিধি সংশোধনে কর্তৃপক্ষ যেসকল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও নির্দেশনা থাকবে। নিম্নে প্রর্দশিত ছবি অনুযায়ী একটি উদাহরণ দেয়া দেয়া হবে।

সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫-১৫ দিন সময় দেয়া হবে।

আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৬৩ (১) (ঘ) (৩)

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহার নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গতিসম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হবে, যথা-

(ঘ) যদি না নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলো এমন অবস্থায় থাকে বা এমন ভাবে নির্মিত হয় যে, এইগুলি মজবুতভাবে ঘেরা থাকলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য যেরূপ নিরাপদ হইত সেরূপ নিরাপদ আছে-

(৩) যে কোন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৭৮ক (১)

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতীত কাউকে কর্মে নিয়োগ করিতে পারিবে না এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

নির্দেশনা

কারখানা কর্তৃপক্ষ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি এবং শ্রমিকদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা-১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৬
E-mail : chiefdife@gmail.com
Web : www.dife.gov.bd

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়